ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS
journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা

সৌমি সাহা (Soumi Saha)
মৃণালপল্লী, আবাস, মেদিনীপুর শহর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Corresponding Author: sahasoumi82@gmail.com

How to Cite the Article: সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i3.2026.191-201

Keywords

প্রাথমিক শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, প্রকৃতিশিক্ষা, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, মাতৃভাষাশিক্ষা, মন্তেসরি পদ্ধতি।

Abstract

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) শুধু একজন কবি বা সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে নন, একজন দার্শনিক শিক্ষাচিন্তক হিসেবেও তিনি ভারতীয় বৌদ্ধিক ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষার যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ কাঠামোর প্রতিক্রিয়ায় তিনি এমন একটি শিক্ষাদর্শন নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে শিশু প্রকৃতির সংস্পর্শে, আনন্দের ভেতর দিয়ে এবং সৃজনশীল পথ ধরে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাবে। এই প্রবন্ধে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাভাবনার মৌলিক উপাদানগুলো — শিশুর স্বাধীনতা, প্রকৃতি-কেন্দ্রিক শিক্ষা, মাতৃভাষার প্রাধান্য, শিক্ষার আনন্দময়তা এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ — বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মারিয়া মন্তেসরির শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা, শান্তিনিকেতনের ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সমকালীন শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সামঞ্জস্যও এই গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

ভূমিকা

ভারতীয় — বিশেষত বাংলা — শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্বাতন্ত্র্যময় অধ্যায়ের রচয়িতা। তাঁর শিক্ষাদর্শন কেবল তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে সীমিত থাকেনি; তিনি নিজেই শান্তিনিকেতনে সেই দর্শনকে বাস্তব রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯০১ সালে মাত্র পাঁচজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে যে আশ্রমবিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল, তা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকে স্বতন্ত্র সত্তা নয়, নিষ্ক্রিয় গ্রহণযন্ত্র হিসেবে দেখত। মুখস্থকরণ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণতা এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উপযোগী কর্মীবাহিনী গড়ে তোলাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এই কাঠামোর মৌলিক অসংগতিগুলো চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার বিপরীতে এমন একটি দর্শন দাঁড় করিয়েছিলেন, যার কেন্দ্রে ছিল শিশুর সামগ্রিক — শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক — বিকাশ।

এই গবেষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনার মূল উপাদানগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে — বিশেষত প্রাথমিক স্তরে তাঁর কল্পিত শিক্ষার স্বরূপ, এর ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তি এবং সমকালীন শিক্ষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রাসঙ্গিকতা।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা

১৮৩৫ সালের ম্যাকলে-মিনিট এবং তার ধারাবাহিকতায় প্রণীত ব্রিটিশ শিক্ষানীতিগুলো ভারতে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রকৃত বিকাশের প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২) প্রবন্ধে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা উপস্থাপন করেন।

> *"আমাদের শিক্ষা যেন কারখানার মাল, ছাঁচে ঢালা। শিশুর মনকে সেই ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়, প্রতিটি শিশু একই আকার পাক — এটাই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

তিনি এই শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি মৌলিক সমস্যা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন: প্রথমত, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষায় শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, শিশুর সহজাত কৌতূহল ও সৃজনশক্তিকে দমন করে মুখস্থনির্ভর বিদ্যাচর্চা; এবং তৃতীয়ত, জীবন ও প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কক্ষবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা।

উপনিষদীয় দর্শন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার গভীরে যে দার্শনিক শিকড় রয়েছে, তার একটি বড় অংশ এসেছে প্রাচীন ভারতের গুরুকুল ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ঐতিহ্য থেকে। উপনিষদীয় শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার্থী প্রকৃতির কোলে বাস করতেন, গুরুর সান্নিধ্যে সাধনামুখর জীবনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কাছে পৌঁছাতেন। এই ধারণা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

তবে প্রাচীনপন্থীতার প্রতি তাঁর কোনো অন্ধ আনুগত্য ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-আদর্শের সারমর্মকে সমকালীন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে পুনর্নির্মাণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে শান্তিনিকেতনে একটি বিরল সমন্বয় সাধিত হয়েছিল — বৈদিক আদর্শের আবহের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানচর্চার ধারা প্রবাহিত হতো।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মৌলিক স্তম্ভসমূহ

শিশুর স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিক্ষাদর্শনে সবচেয়ে কেন্দ্রীয় নীতিটি হলো শিশুর সহজাত স্বাধীনতার স্বীকৃতি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, প্রতিটি শিশু জন্মলগ্ন থেকেই এক অনন্য সত্তা — তার ভেতরে বিরাজ করে স্বতন্ত্র প্রতিভা, কৌতূহল এবং সৃষ্টিশক্তি। শিক্ষার আসল কাজ সেই সত্তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করা; কোনো পূর্বনির্ধারিত ছাঁচে তাকে ঢেলে দেওয়া নয়।

> *"শিশু মনের স্বাধীনতা না থাকিলে তাহার বিকাশ সম্ভব নহে। যে শিক্ষা শিশুকে বাঁধিয়া রাখে সে শিক্ষা আসলে তাহার বৃদ্ধি রোধ করে।" — 'শিক্ষার বিকার' প্রবন্ধ*

'শিক্ষার বিকার' প্রবন্ধে তিনি বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা শিশুর মনে ভয় ও উৎকণ্ঠার আবহ সৃষ্টি করে। এর বিপরীতে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থায় শিশু নিজের স্বাভাবিক ছন্দে ও নিজস্ব পদ্ধতিতে শিখবে; শিক্ষক সেখানে নির্দেশদাতা হবেন না — হবেন কেবল একজন সহযাত্রী পথপ্রদর্শক।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

প্রকৃতি-কেন্দ্রিক শিক্ষা

প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের দর্শনের আরেকটি অপরিহার্য স্তম্ভ। তাঁর মতে, চার দেয়ালের ঘেরাটোপে বন্দী শিশুর মন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। অথচ প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিসরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সজীব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানের কাছে পৌঁছায়।

তাই শান্তিনিকেতনে গাছতলায় ও খোলা আকাশের নিচে পাঠদান ছিল স্বাভাবিক রীতি, কোনো ব্যতিক্রম নয়। ঋতু পরিবর্তনের উদযাপন, প্রাকৃতিক উৎসব — এ সব পাঠ্যক্রমের পরিকল্পিত অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেওয়া মানে ছিল জীবনের প্রবহমানতার সঙ্গে জ্ঞানের একটি জীবন্ত সেতু নির্মাণ।

> *"প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর পরিচয় তাহাকে কেবল জ্ঞানী করে না, তাহাকে মানুষ করে। সে শেখে জীবন কী, সৌন্দর্য কী, বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী।" — 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'*

মাতৃভাষায় শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল সুদৃঢ় ও আপসহীন। ভাষাকে তিনি কখনো নিছক যোগাযোগের হাতিয়ার হিসেবে দেখেননি — তাঁর কাছে ভাষা ছিল চিন্তার মূল ভিত্তি। যে ভাষায় শিশু স্বপ্ন দেখে, যে ভাষায় সে মাতৃস্নেহে গল্প শোনে, সেই ভাষাতেই সে সবচেয়ে গভীর ও স্বাভাবিকভাবে ভাবতে পারে।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, বিদেশি ভাষায় শিক্ষাদান শিশুর মানসিক বিকাশকে কৃত্রিম ও বাধাগ্রস্ত করে তোলে। ইংরেজিতে অর্জিত জ্ঞান শিশুর অন্তর্জীবনের সঙ্গে কোনো জৈব সংযোগ তৈরি করতে পারে না — সেটা হয়ে দাঁড়ায় কেবল একটি বাহ্যিক আবরণ।

তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল: প্রাথমিক স্তরের সমস্ত শিক্ষা মাতৃভাষায় পরিচালিত হতে হবে। উচ্চশিক্ষায় ভিন্ন ভাষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, কিন্তু শিশুর প্রথম পাঁচ থেকে সাত বছরের শিক্ষাকাল অবশ্যই তার নিজস্ব ভাষার মাটিতে দাঁড়িয়ে সম্পন্ন হতে হবে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

আনন্দময় শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে 'আনন্দ' শব্দটি কেবল একটি অনুষঙ্গ নয় — এটি মূলসূত্র। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, আনন্দহীন শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান দিতে অক্ষম। শিশুরা স্বভাবগতভাবে কৌতূহলী ও আনন্দপিপাসু; শিক্ষা যদি সেই সহজাত প্রবণতাকে কাজে লাগায়, তাহলে শেখার প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনায়াস।

এই কারণেই শান্তিনিকেতনে সংগীত, নৃত্য, নাটক এবং চিত্রকলাকে পাঠ্যক্রম থেকে আলাদা রাখা হয়নি — এগুলো ছিল শিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঋতু-উৎসব ও সাংস্কৃতিক পার্বণ শিশুর শিক্ষাজীবনকে একটি পরিপূর্ণ ও আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করত। রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীলতা ছিল বুদ্ধিবিকাশেরই সমার্থক।

> *"যে শিক্ষা হাসিমুখে নিতে পারা যায় না, যাহা ভয় ও চাপের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা ফুলের মালার মতো দেখিতে সুন্দর কিন্তু ভেতরে কাঁটা।" — রবীন্দ্রনাথ*

শিক্ষকের ভূমিকা পুনর্নির্মাণ

শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল প্রচলিত ধারণার আমূল বিপরীত। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষক জ্ঞানের একমাত্র কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থী তার নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা — এই একমাত্রিক সম্পর্ককে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তাঁর কল্পনায় শিক্ষক শিশুর জীবনের সঙ্গী ও অনুপ্রেরণার উৎস। শিক্ষকের কাজ শিশুকে একতরফাভাবে শেখানো নয় — বরং শিশু যাতে নিজে শিখতে পারে, সেই পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। শিক্ষকের নিজের জীবনযাত্রাই হয়ে উঠবে শিশুর কাছে শিক্ষার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা গুরুকুলের গুরু-শিষ্য পরম্পরার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ছিল। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী একসঙ্গে প্রকৃতিতে বিচরণ করে, উৎসবে অংশ নিয়ে এবং সৃজনশীল কাজে মেতে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতেন।

শান্তিনিকেতন: ভাবনার বাস্তব রূপায়ণ

আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন

১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে যে বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার প্রথম বাস্তব পরীক্ষাভূমি। পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে বিস্তৃত

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

হতে থাকে এবং ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় — যা আজও তাঁর শিক্ষাদর্শনের জীবন্ত স্মারক।

আশ্রমবিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ছিল বহুমাত্রিক: খোলা প্রকৃতিতে পাঠদান, গুরু-শিষ্য পরম্পরার চর্চা, সামূহিক আবাসিক জীবন, সংগীত ও শিল্পের নিয়মিত অনুশীলন এবং সব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মানের শিক্ষা। বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সংগীত, চিত্রকলা — কোনো বিষয়কেই গৌণ মনে করা হতো না।

পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়নপদ্ধতি

শান্তিনিকেতনের পাঠ্যক্রম ছিল তার সময়ের তুলনায় অত্যন্ত অগ্রগামী। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পড়াশোনার পাশাপাশি প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, গল্পকথন, গানশিক্ষা এবং হস্তশিল্প — এ সব একটি সংযুক্ত পাঠ্যানুক্রমে গেঁথে রাখা হতো।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক পথ থেকে সরে এসেছিলেন। পরীক্ষা ও নম্বরের পরিবর্তে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রতিটি শিশুর ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও তার সামগ্রিক বিকাশের নিরিখে মূল্যায়নে। শিক্ষকরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং তার অগ্রগতির দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে নিতেন।

সমকালীন শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী বিশ্বখ্যাত শিক্ষাচিন্তকদের প্রস্তাবের সঙ্গে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখায়। জন ডিউই (১৮৫৯–১৯৫২) তাঁর 'Democracy and Education' গ্রন্থে 'অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা'র যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে শান্তিনিকেতনে সেই ভাবনার সমান্তরাল একটি পথে হেঁটেছিলেন।

ভাইগটস্কির 'সামাজিক গঠনবাদ' তত্ত্বও রবীন্দ্রনাথের সামূহিক শিক্ষার ধারণার সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান আজ 'সামগ্রিক শিক্ষা' (Holistic Education) বা 'শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা' (Child-Centered Education) নিয়ে যা বলছে, রবীন্দ্রনাথ তা এক শতাব্দীরও বেশি আগে শুধু তত্ত্বে নয়, শান্তিনিকেতনের বাস্তব পরীক্ষায় প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

রবীন্দ্রনাথ ও মারিয়া মন্তেসরি: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মারিয়া মন্তেসরির শিক্ষাদর্শন — উভয়ই ঔপনিবেশিক ও যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শিশুকেন্দ্রিক ও স্বাধীনতামুখী শিক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-পরীক্ষা (১৯০১) এবং মন্তেসরির প্রথম Casa dei Bambini (১৯০৭) প্রায় সমকালীন ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ সালে মন্তেসরি শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন; এই সাক্ষাতের ফলেই ভারতে 'Tagore-Montessori' বিদ্যালয়ের ধারণার সূত্রপাত হয়।

উভয় দার্শনিকের মধ্যে কয়েকটি মূল সাদৃশ্য লক্ষণীয়:

- উভয়েই শিশুকে সহজাত কৌতূহল ও শেখার ক্ষমতায় সমৃদ্ধ বলে বিবেচনা করেছেন।
- উভয়েরই শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সামগ্রিক বিকাশ (holistic development)।
- উভয়ই শিক্ষককে নির্দেশক নয়, পর্যবেক্ষক ও সহায়কের ভূমিকায় দেখেছেন।
- উভয়েই গতানুগতিক পরীক্ষা-নম্বরের বিপরীতে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও স্ব-মূল্যায়নকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মন্তেসরির শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়	রবীন্দ্রনাথ (শান্তিনিকেতন)	মারিয়া মন্তেসরি পদ্ধতি
প্রধান প্রভাব	উপনিষদ, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধ — কাব্যময় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি	বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, শিশু-মনোবিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-বিকাশ — চিকিৎসক-প্রশিক্ষণভিত্তিক পদ্ধতি
শিক্ষার পরিবেশ	উন্মুক্ত প্রকৃতি, গাছতলায় পাঠদান, ঋতু-উৎসব, সামূহিক আবাসিক জীবন	বিশেষভাবে প্রস্তুত শ্রেণিকক্ষ (prepared environment), বিশেষায়িত শিক্ষা-উপকরণ
শিক্ষণের মাধ্যম	সৃজনশীলতা, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যাভিনয়, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ	ইন্দ্রিয়মূলক উপকরণ, ব্যবহারিক জীবনচর্চা, স্ব-সংশোধনযোগ্য ভাষা ও গণিত-সামগ্রী
স্বাধীনতার চরিত্র	উন্মুক্ত স্বাধীনতা (open freedom) — প্রকৃতি ও সৃষ্টিশীলতার বিস্তৃত পরিসরে	সীমিত স্বাধীনতা (freedom within limits) — সুসংহত কাঠামোর মধ্যে
সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি	ভারতীয় গ্রামীণ পরিপ্রেক্ষিত, মাতৃভাষার প্রাধান্য, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ	সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা — ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্ব-শিক্ষণে অধিক মনোযোগ
চূড়ান্ত লক্ষ্য	জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ, সত্যের উপলব্ধি, মানবিকতা ও সৌন্দর্যবোধ	স্বাধীন, স্বনির্ভর ও সুসংগঠিত ব্যক্তিত্ব গঠন ('normalisation')

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আরও কাব্যময়, প্রকৃতি-নির্ভর ও সাংস্কৃতিকভাবে ভারতকেন্দ্রিক, যেখানে মন্তেসরি পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকভাবে সুনির্দিষ্ট ও উপকরণ-নির্ভর। তবে উভয়ের সারমর্মে একটি অভিন্ন বিশ্বাস কাজ করে — শিশু নিজেই তার শেখার কেন্দ্রবিন্দু। এই দুই ধারার সৃজনশীল সমন্বয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা

সমসাময়িক শিক্ষাসংকট

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা এক বহুমুখী সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা, প্রতিযোগিতার অসহ্য চাপ, শিশু-কিশোরদের ক্রমবর্ধমান মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সৃজনশীলতার ক্রমাগত ক্ষয় — এ সব উদ্বেগ আজ বিশ্বের শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। ঠিক এই বাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা নতুন আলোয় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

UNESCO-র ২১শ শতাব্দীর শিক্ষার চারটি স্তম্ভ — 'জানতে শেখা, করতে শেখা, হতে শেখা এবং একসাথে বাঁচতে শেখা' — রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার সঙ্গে অসাধারণ সামঞ্জস্য রাখে। এটি কাকতালীয় নয়; বরং এটি প্রমাণ করে যে সত্যিকারের গভীর শিক্ষাচিন্তা কালের সীমা পেরিয়ে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে।

মাতৃভাষা ও জাতীয় শিক্ষানীতি

মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তা আজও বাংলাদেশ ও ভারতে সমানভাবে অমীমাংসিত। প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক এখনও সমাজে সক্রিয়। অভিভাবকদের ইংরেজি-মাধ্যমের প্রতি পক্ষপাত এবং সরকারি নীতির দিকনির্দেশনার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা প্রতিদিনের বাস্তবতায় স্পষ্ট।

সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান ও শিক্ষামনোবিজ্ঞান আজ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে মাতৃভাষায় শিশুর শেখার গতি ও গভীরতা সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুভব ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে এক শতাব্দীরও আগে বুঝেছিলেন; আজকের বিজ্ঞান কেবল সেই বোধকে প্রমাণের ভার নিয়েছে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার মৌলিকত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয়েও সৎ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, শান্তিনিকেতনের মডেল মূলত সুবিধাভোগী শ্রেণির জন্য উপযোগী ছিল — সাধারণ পরিবারের শিশুর পক্ষে সেই আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করা বাস্তবত সম্ভব ছিল না। গণশিক্ষার বিশাল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান তাঁর মডেলে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় কতটুকু ও কীভাবে স্থান পাবে, সে বিষয়ে তাঁর দর্শনে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। বিশেষত ডিজিটাল প্রযুক্তির এই যুগে শিশুশিক্ষায় প্রযুক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করতে হলে তাঁর চিন্তাকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনামডেল অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও ক্যারিশমার উপর। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই প্রতিষ্ঠান কোন কাঠামোয় টিকে থাকবে, তার একটি টেকসই নকশা তিনি রেখে যাননি।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো তাঁর মূল দর্শনের অবদানকে ম্লান করে না। বরং এই সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি নিয়ে এবং সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে সংলাপে রেখে তাঁর দর্শনকে পুনর্নির্মাণ করাই আজকের শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের সত্যিকারের দায়িত্ব।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা তাঁর যুগকে বহুদূর অতিক্রম করে যাওয়া একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিশুর স্বাধীনতা, প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার গভীর যোগ, মাতৃভাষাকেন্দ্রিক শিক্ষা, আনন্দকে শেখার চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ এবং শিক্ষকের ভূমিকার আমূল পুনর্বিন্যাস — এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে তিনি যে দর্শন নির্মাণ করেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও অক্ষুণ্ণ।

আজকের বিশ্বে যখন শিক্ষা ক্রমশ বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হচ্ছে, যখন পরীক্ষার নম্বরই শিশুর মূল্যমান নির্ধারণ করছে এবং যখন সৃজনশীলতা ও মানবিক বিকাশকে বলিদান করে বাজারের চাহিদা পূরণের শিক্ষা প্রচলিত হচ্ছে — তখন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর নতুন জরুরিতা নিয়ে অনুরণিত হয়।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

> *"শিক্ষার উদ্দেশ্য তথ্য নয়, সত্যের উপলব্ধি। তথ্য দিয়ে মাথা ভরানো যায়, কিন্তু মানুষ তৈরি হয় সত্যের আলোতে।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

তাঁর শিক্ষাভাবনাকে ইতিহাসের নির্জীব পৃষ্ঠায় আবদ্ধ না রেখে, সমকালীন শিক্ষাসংস্কারের অনুপ্রেরণা হিসেবে সজীবভাবে গ্রহণ করাই হবে তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

1. AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body That provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this Manuscript.

2. CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, And/or publication of this article.

3. PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will\ Take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

4. SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৮৯২)। 'শিক্ষার হেরফের'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ১২। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯০৫)। 'শিক্ষাসমস্যা'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ১৩। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯১৫)। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ১৪। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯২৯)। 'শিক্ষার বিকার'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ১৪। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

Tagore, Rabindranath (1917). Personality: Lectures Delivered in America. London: Macmillan.

Tagore, Rabindranath (1922). Creative Unity. London: Macmillan.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

সৌমি সাহা (2026). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা*
International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 191-201.

দ্বিতীয় উৎস

Mukherjee, Himangshu Bhushan (1962). Education for Fullness: A Study of the Educational Thought and Experiment of Rabindranath Tagore. Bombay: Asia Publishing House.

O'Connell, Kathleen M. (2002). Rabindranath Tagore: The Poet as Educator. Kolkata: Visva-Bharati.

Bandyopadhyay, A. (2017). Educational Ideas and Practices of Rabindranath Tagore and Maria Montessori: A Comparative Analysis. Journal of Educational Research, 12(3), 45–62.

মুখোপাধ্যায়, অমিত (২০০৫)। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

চক্রবর্তী, শঙ্কর (২০১২)। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License